শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’,
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’,
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’ টীকাঅবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’ গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৯শ অধ্যায় – শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

১.১৯ শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

- **১-৭ - পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুতাপ, অভিশাপ গ্রহণ এবং বৈরাগ্য**
  - ১-৩ - নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে পরীক্ষিৎ মহারাজের ভাবনা
  - ৪-৭ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক অভিশাপের সংবাদকে শুভ বলে গ্রহণ করে রাজ্যত্যাগ ও গঙ্গাতীরে উপবেশন
- **৮-২৪ - সমবেত ঋষিদের নিকট পরীক্ষিৎ মহারাজের আদানপ্রদান ও বার্তালাপ**
  - ৮-১১ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক সমাগত ঋষি, দেবতা এবং রাজাদের স্বাগতম
  - ১২ - পরীক্ষিৎ মহারাজের আমরণ অনশন ব্রত
  - ১৩-১৬ - ঋষিদের প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি
  - ১৭-১৮ - দেবতাগণ কর্তৃক পরীক্ষিৎ মহারাজের কার্যাবলীর প্রশংসা
  - ১৯-২২ - ঋষি ণ কর্তৃক পরীক্ষিৎ মহারাজের কার্যাবলীর প্রশংসা
  - ২৩-২৪ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক ঋষিদের মহিমা বর্ণন এবং তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
- **২৫-২৮ - সভায় শুকদেব গোস্বামীর আগমন**
  - তাঁর দেহসৌষ্ঠব
- **২৯-৩১ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জ্ঞাপন**
- **৩২-৪০ – কৃতজ্ঞ পরীক্ষিৎ মহারাজের শুকদেব গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা**
  - ৩২-৩৪ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক শুকদেব গোস্বামীর উপস্থিতির মাহাত্ম্য বর্ণন
  - ৩৫-৩৬ - শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি স্বেচ্ছায় এখানে আগমন করেছেন
  - ৩৭-৩৮ - শুকদেব গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মাহারাজের প্রশ্ন

অধ্যায় কথাসার - উনবিংশ অধ্যায়ে গঙ্গাতীরে যোগিগণ পরিবৃত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন ও তথায় শ্রীশুকদেবের আগমন বর্ণিত হয়েছে।

১-৭ - পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুতাপ, অভিশাপ গ্রহণ এবং বৈরাগ্য

১.১৯.১ – গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে রাজার অনুশোচনা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন- রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় ভাবতে লাগলেন যে, তিনি একজন নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত জঘন্য এবং অশিষ্ট আচরণ করেছেন। তার ফলে তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মহারাজ পরীক্ষিতের অনুশোচনা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই প্রকার অনুশোচনা ভগবদ্ভক্তকে সব রকম আকস্মিক পাপ থেকে উদ্ধার করে। ভক্তরা স্বভাবতই নিষ্পাপ। যদি আকস্মিকভাবে কোন পাপ হয়ে যায়, তা হলে ভক্ত তার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুতাপ করেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁদের অনিচ্ছাকৃত সমস্ত পাপ অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে যায়।

১.১৯.২ – পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে শীঘ্রই বিপদ কামনা

(মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাবলেন) ভগবানের আদেশ অবমাননা করার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমার অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদ সমুপস্থিত হবে, সেই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হোক, তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং পুনরায় আমি সেই প্রকার গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হব না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিচার করেছিলেন যে, একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণকে অপমান করার ফলে ভগবানের নিয়মে তাঁকে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করতে হবে, এবং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে কোন ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সঙ্কট যেন তাঁকেই ভোগ করতে হয়; তাঁর পরিবার-পরিজনদের যেন সেজন্য কোন দুঃখ ভোগ না করতে হয়।
- ভক্তের পরিবারের সদস্যরাও ভগবানের প্রতি তাঁর সেবার ফল লাভ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ভগবদ্ভক্তির দ্বারা তাঁর অসুর পিতাকে রক্ষা করেছিলেন। পরিবারে ভক্তসন্তান হলে সেটি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ বর অথবা আশীর্বাদ।

১.১৯.৩ – মনোভাব শোধনার্থে সমস্ত সম্পদের ধ্বংস কামনা

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ভগবৎ চেতনা এবং গো-রক্ষায় অবহেলা করার ফলে আমি অত্যন্ত অসভ্য এবং পাপী। তাই আমি চাই যে, আমার রাজ্য, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে এক্ষণি ভস্ম হয়ে যাক্, যাতে আমি ভবিষ্যতে এই প্রকার অমঙ্গলজনক মনোভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত না হতে পারি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গো-রক্ষার অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করা, যার ফলে ভগবৎ চেতনার উন্মেষ হয় এবং মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য সাধিত হয়।
- আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি চাই, তা হলে আমাদের এই শ্লোকটি থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে।
- গো-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

১.১৯.৪ – ঋষিপুত্রের অভিশাপের সংবাদ শুনে রাজা তাকে উত্তম বলে গ্রহণ করলেন

রাজা যখন এইভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, ঋষিপুত্রের অভিশাপের ফলে তক্ষকের দংশনে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সেই সংবাদটি শুভ সমাচার বলে মনে করেছিলেন, কারণ তার ফলে জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই জড় জগতে যারা দারিদ্র্যগ্রস্ত, তারা সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের থেকে অধিক ভাগ্যবান।
- ভগবদ্ভক্ত রূপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ব্রাহ্মণবালক যদিও অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁর প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ, কেননা তার ফলে তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় প্রকার জড়জাগতিক বন্ধনের প্রতি অনাসক্ত হতে পেরেছিলেন।
- মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনির কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কিন্তু শমীক ঋষি এত অনুতাপের সঙ্গে রাজার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর উপস্থিতির দ্বারা মুনিকে আর লজ্জা দিতে চাননি।
- পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা তিনি তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা সাত দিন আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী, কখন যে তার মৃত্যু হবে সে কথা সে জানতে পারে না।
- সরকারের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই তিনটি আদর্শের উন্নতির জন্য রাজস্ব ব্যয় করা যাতে জনসাধারণ মৃত্যুকে জয় করার শিক্ষা লাভ করতে পারে।
  - ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি,
  - ভগবদ্-চেতনা,
  - গো-রক্ষা,
- **সারার্থ দর্শীনী** – শমীক মুনি তাঁর শিষ্য গৌরমুখের দ্বারা এই অভিশাপের সংবাদ পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট প্রেরণ করলেন।

১.১৯.৫ – পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে পায়োপবেশন

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা সর্ববিধ পুরুষার্থের সারাতিসার জেনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ আত্ম-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করার জন্য সুরধুনী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ভক্তের কাছে কোন জড়লোক, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকও পরমেশ্বর ভগবান আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনের মতো বাঞ্ছনীয় নয়।

১.১৯.৬ – ভগীরথীর মহীমা –

যে সুরধুনী শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সলিলরাশি বহন করছে; যিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতাদের অন্তর এবং বাহির উভয় পবিত্র করছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কোন্ মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – গঙ্গা ও যমুনা নদী

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাধারণত বলা হয় যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গার তীরে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে তিনি যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। ভৌগলিক অবস্থান বিচার করলে শ্রীল জীবগোস্বামীর উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয়।
- আর পবিত্রতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকার ফলে যমুনা নদী গঙ্গার থেকে অধিক পবিত্র। এই পৃথিবীতে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসের শুরু থেকেই ভগবান যমুনা নদীকে পবিত্র করেছিলেন।
- গঙ্গার থেকে যমুনার সঙ্গে ভগবানের সংস্পর্শ অধিকতর। *'বরাহপুরাণ'* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, গঙ্গা এবং যমুনা জলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু গঙ্গার জল যখন শতগুণ পবিত্র হয়, তখন তাঁর নাম হয় যমুনা।

১.১৯.৭ – গঙ্গাতীরে উপবেশনন্তে আমরণ অনশন ব্রত এবং শান্তভাব গ্রহণ করে শ্রীকৃষণপাদপদ্মে আত্মনিবেদন

পাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর পরীক্ষিৎ মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমরণ অনশন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করবেন। তাই, সব রকম আসক্তি এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করে তিনি মুনিদের মতো শান্তভাব অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় সকলকে সমস্ত পাপ থেকে, এমন কি ব্রাহ্মণের প্রতি কোনও রাজার অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে।
- জড় জগতের অবস্থা এমনই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ আচরণ হয়ে যায়, এবং তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছেন নিষ্পাপ এবং পুণ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং। কোন দোষ না করতে চাইলেও তিনি এক অপরাধের শিকার হয়ে পড়েছিলেন।
- সিদ্ধান্ত এই যে, স্বেচ্ছায় বা জ্ঞাতসারে জীবনে কোন পাপ করা উচিত নয় এবং সর্বক্ষন অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা কর্তব্য।
- ভগবদ্ভক্ত ঘটনাক্রমে কোন অপরাধ করে ফেললেও ভগবান সেই শরণাগত ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেন। সেই কথা শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে – (ভাঃ ১১.৫.৪২)

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরি পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

৮-২৪ - সমবেত ঋষিদের নিকট পরীক্ষিৎ মহারাজের আদানপ্রদান ও বার্তালাপ

১.১৯.৮ – তীর্থভ্রমণ ছলে তীর্থ স্বরুপ মুনিদের তথায় আগমন

সেই সময় ভুবনপাবন মহানুভব মুনিরা তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুরা স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ, তাঁরা তীর্থগমনছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মহানুভব মুনিঋষি এবং নৃপতিবর্গের আগমন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গার তীরে উপবেশন করেছিলেন, তখন সেই সংবাদ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঘটনার মাহাত্ম্য উপলব্ধিকারী মহানুভব মুনিরা তীর্থভ্রমণছলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এসেছিলেন, তীর্থস্নান করার জন্য নয়; কেননা তাঁরা সকলে তীর্থস্থানকেও পবিত্র করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন।
- সাধারন মানুষ তীর্থ করতে যায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তাই তীর্থস্থানগুলি মানুষের পাপে ভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধুরা যখন সেই সমস্ত ভারাক্রান্ত তীর্থস্থানগুলিতে যান, তখন তাঁদের উপস্থিতির ফলে তীর্থস্থানগুলি পবিত্র হয়ে যায়।
- তাঁরা পূর্বেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, সেখানে শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করবেন।
- **তথ্য** – চৈ.চ. মধ্য ১০.১১

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥

- শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৩.১০ - ভবদ্বিধা ভাগবতা ...

১.১৯.৯-১০ – আগত মুনিদের পরিচয়

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, ইধ্মবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভারদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব, কবষ, কুম্ভযোনি, দ্বৈপায়ন, ভগবান নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

📖 ১.১৯.১১ – মহারাজ পরীক্ষিতের শিষ্টাচার

এ ছাড়া অন্য অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি এবং রাজর্ষি এবং অরুণ আদি ঋষিগণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দর্শন করে রাজা তাঁদের যথাবিধি পূজা করলেন এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **শিষ্টাচার** – গুরুজনদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অবনতমস্তকে ভূমি স্পর্শ করার প্রথা অত্যন্ত সুন্দর শিষ্টাচার, যার ফলে সম্মানিত অতিথি হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রসন্ন হন। মহা অপরাধীও যদি এই প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করে, তা হলে তাকে ক্ষমা করা হয়।

📖 ১.১৯.১২ – সকলকে প্রণাম করে বিণীতভাবে স্বীয় প্রায়োপবেশনের অভিলাষ জ্ঞাপন

তারপর, তাঁরা সকলেই যখন সুখে উপবেশন করলেন, তখন রাজা তাঁদের পুনরায় প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর প্রায়োপবেশনের অভিলাষের কথা জানালেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যে কোন সিদ্ধান্ত, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, মহাজনদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া উচিত। তার ফলে সর্ব সিদ্ধিলাভ হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, তখনকার যে সমস্ত সম্রাট পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতেন, তাঁরা কেউই দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না।

📖 ১.১৯.১৩ – রাজোবাচ-মহাত্মাদের কৃপায় আমরা মহাসৌভাগ্যবান

সেই ভাগ্যবান রাজা বললেন- আমর যথার্থই মহাত্মাদের কৃপা লাভের শিক্ষায় শিক্ষিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল রাজাদের মধ্যে মহা সৌভাগ্যবান। সাধারণত আপনারা (মহর্ষিরা) মনে করেন যে, রাজকুল আবর্জনার মতো দূরে বর্জনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী, তাঁদের পক্ষে বিষয়ী অথবা রাজাদের সঙ্গ করা আত্মহত্যা করার থেকেও খারাপ। অর্থাৎ যারা ভগবানের সৃষ্টির বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট, পরমার্থবাদীদের তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়।
- মহারাজ পরীক্ষিতও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেখানে সমবেত সমস্ত মুনিঋষিরা তাঁর পিতামহ পাণ্ডবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তাই তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে সমস্ত মহর্ষিদের সঙ্গ লাভ করে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন।
- সেই প্রকার মহান্ ভক্তদের বংশধর হওয়ার ফলে তিনি এই গর্ব অনুভব করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের এই গর্ব জাগতিক সমৃদ্ধিজাত দর্প থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমটি বাস্তব কিন্তু অন্যটি মিথ্যা এবং ব্যর্থ।

📖 ১.১৯.১৪ – পরমেশ্বর ভগবান শাপরূপে আমাকে কৃপা করেছেন

চিন্ময় ও জড় জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণের শাপরূপে আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আমি নিরন্তর গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করার জন্য এমনভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যে, ভয়ের বশে আমি এই জগতের প্রতি বিরক্ত হব।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিৎ যদিও পরম ভক্ত পাণ্ডবদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রতি আসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তথাপি তিনি দেখেছিলেন যে, সংসার জীবনের আকর্ষণ এত প্রবল যে, তা থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য ভগবানকে বিশেষ পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। কোন বিশেষ ভক্তের জন্যই কেবল ভগবান প্রত্যক্ষভাবে এই প্রকার ব্যবস্থা করেন।
- মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই মহর্ষিদের আগমনকে পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের প্রকাশ বলে মনে করে তঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন।

📖 ১.১৯.১৫ – রাজার প্রথম প্রার্থনা- মৃত্যুভয়শূণ্য রাজার একমাত্র বাসনা -বিষ্ণুকথা; শ্রবন

হে ব্রাহ্মণগণ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত বলে গ্রহণ করুন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে স্বীকার করুন, কেননা আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ-তনয় প্রেরিত তক্ষকই হোক বা কুহকই হোক আমাকে দংশন করুন। আমার একমাত্র বাসনা যে, আপনারা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর লীলাসমূহ কীর্তন করুন।

তথ্য –

- শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ববিভাগ ৩য় লহরী ১১শ সংখ্যায় ক্ষান্তিএ উদাহরণে এই শ্লোকার্ধটি ধৃত হয়েছে –
- **ক্ষান্তি – ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও চিত্তের অক্ষুব্ধ ভাবকে ক্ষান্তি বলে।**
- **প্রাকৃত ক্ষোভে যার ক্ষোভ নাহি হয়।** (চৈ.চ. মধ্য ২৩)

বিবৃতি –

- ভগবান শ্রী গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তাঁর সন্ন্যাসলীলার পূর্বে জনৈক বিপ্র প্রদত্ত অভিশাপকে আনন্দভরে গ্রহণ করেছিলেন। (চৈঃচঃ আদি ১৭.৬৩)

"সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ।।"

📖 ১.১৯.১৬ – রাজার ২য় প্রার্থনা: পরবর্তী জন্মে কৃষ্ণাসক্তি, ভক্তসঙ্গ এবং সর্ব জীবে মৈত্রী ভাব

আমি সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে পুনরায় প্রার্থনা করছি যে, যদি আমাকে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে যেন অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পূর্ণ আসক্তি থাকে, আমি যেন সর্বদা তাঁর ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি এবং সমস্ত জীবের প্রতি যেন আমার মৈত্রীভাব থাকে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্ত যদিও কারও শত্রু নন, তথাপি তিনি অভক্তদের সঙ্গ করতে চান না। তিনি কেবল ভক্তদেরই সঙ্গের অভিলাষী। তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কেননা সমভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যেই কেবল মৈত্রী সম্ভব। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিশ্চিতভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের কাছে ফিরে নাও যেতেন, তিনি এমন জীবন প্রার্থনা করেছিলেন যা হচ্ছে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থিতি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রার্থনা হচ্ছে-

  'কীট জন্ম হউক যথা তুয়া দাস।

  বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আশ॥'

১.১৯.১৭ – পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে রাজার গঙ্গাতীরে উপবেশন

সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংযত মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পূর্ণমূল কুশাসনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গঙ্গাকে সমুদ্রপত্নী বলা হয়। মূলসহ কুশ নির্মিত আসনকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং সেই মূলগুলি যখন উত্তরমুখী হয়, তখন তা পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। উত্তর দিকে মুখ করে বসা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত অনুকুল।

১.১৯.১৮ – দেবতাদের পুষ্প বৃষ্টি

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রায়োপবেশন করলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা তাঁর কার্যের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কেউ যখন ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তখন দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি সর্বদা এতই প্রসন্ন যে, তাঁদের আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তদের সাহায্য করেন এবং তাঁদের সেই কার্যকলাপে ভগবান তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান, দেবতা এবং এই পৃথিবীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার একটি অদৃশ্য শৃঙ্খল রয়েছে।

১.১৯.১৯ – 'সাধু "সাধু 'বলে ঋষিদের অনুমোদন

সেখানে সমবেত সমস্ত মহর্ষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের সংকল্পের প্রশংসা করলেন এবং 'সাধু' 'সাধু' বলে তা অনুমোদন করলেন। ঋষিরা স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের কল্যাণ সাধনে উন্মুখ, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণে গুণান্বিত। তাই তাঁরা মহারাজ পরীক্ষিতকে দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং এই ভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তি স্তরে উন্নীত হলে জীবের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।
- এই প্রকার ঋষিরা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষদের কল্যাণ সাধনের প্রয়াসী, এবং যখন তাঁরা পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো ভক্তকে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে দেখেন, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না, এবং তাঁদের যথাশক্তি আশীর্বাদ করেন। ভগবদ্ভক্তি এতই মঙ্গলজনক যে, স্বর্গের দেবতা, মহর্ষি এমন কি স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তার ফলে ভক্তের কাছে সব কিছু মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। ভক্তিমার্গে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়ে যায়।

১.১৯.২০ – ঋষিরা বললেন আপনার সিংহাসন ত্যাগ আশ্চর্যজনক নয়

(ঋষিরা বললেনঃ) হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডু বংশীয় রাজর্ষিদের কুলতিলক! আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভের জন্য বহু রাজাদের রাজমুকুটে শোভিত আপনার সিংহাসন পরিত্যাগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত মূর্খ রাজনীতিবিদেরা মনে করে যে, তাদের সেই অস্থায়ী পদটি হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, এবং তাই তারা তাদের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সেই পদ আঁকড়ে ধরে থাকে। তারা জানে না যে, জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হচ্ছে মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করা।
- ভগবানের ভক্তরা কখনো জড়জাগতিক জীবনের জাঁকজমকের দ্বারা মোহিত হন না, পক্ষান্তরে তাঁরা জড় জগতের মায়িক, অনিত্য বস্তুসমূহের প্রতি অনাসক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে জীবন যাপন করেন।

১.১৯.২১ – পরীক্ষিতের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঋষিদের সেখানে অবস্থান করার সংকল্প

যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত জড় কলুষ এবং সর্ব প্রকার শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পরম ধামে ফিরে না যান, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সকলে এখানে প্রতীক্ষা করব।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – পাণ্ডবদের কাজের প্রশংসা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের কোনও মহান ভক্ত যখন এই জগত থেকে চলে যান, তখন শোক করা উচিত নয়, কেননা ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যান। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, এই রকম একজন মহান ভক্ত আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যান। আমাদের এই জড় চক্ষুর দ্বারা ভগবৎ দর্শন যেমন বিরল, ভগবানের মহান ভক্তদের দর্শনও তেমন বিরল। তাই মহর্ষিরা স্থির করেছিলেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের অন্তিম সময় পর্যন্ত তাঁরা সেখানে প্রতীক্ষা করবেন।

১.১৯.২২ – পরীক্ষিতের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঋষিদের সেখানে অবস্থান করার সংকল্প -

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ঋষিরা যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, গম্ভীর অর্থপূর্ণ এবং পূর্ণরূপে সত্য ছিল । তাই তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনবার অভিলাষে সেই মহর্ষিদের অভিনন্দন জানিয়ে বলতে লাগলেন।

১.১৯.২৩ – ঋষিদের স্বভাব – অপরের প্রতি অনুগ্রহ

রাজা বললেন- হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলে অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক থেকে এখানে এসেছেন । আপনারা সকলে ত্রিভুবনের উর্ধ্বে (সত্যলোকে) বিরাজমান মূর্তিমান বেদসমূহের মতো। কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব, এবং তা ছাড়া এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে আপনাদের কোন স্বার্থ নেই।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জড় জগতের সমস্ত গুণগুলি (ভগবানের গুণের শতকরা ৭৮ ভাগ পর্যন্ত) জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন, ঠিক যেমন কখনো কখনো সূর্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে । সূর্যের স্বাভাবিক দীপ্তির তুলনায় আচ্ছাদিত সূর্যের শক্তি যেমন অত্যন্ত ক্ষীণ, তেমনই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের মধ্যে সেই সমস্ত গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।
- এই জড় জগতে তাঁদের ঈপ্সিত কিছু নেই, এবং চিন্ময় জগতে তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তা হলে তাঁরা এই জড় জগতে আসেন কেন ? ভগবানের আদেশে, অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য, তাঁরা বিভিন্ন গ্রহলোকে অবতরণ করেন।
- জড় জগতে দুর্দশাগ্রস্ত মায়াচ্ছন্ন জীবদের পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় নেই।

১.১৯.২৪ – পরীক্ষিতের প্রশ্ন

হে বিশ্বাসভাজন ব্রাহ্মণগণ ! আমি এখন আপনাদের কাছে আমার আসন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি । দয়া করে, যথাযথভাবে বিচার করে আমাকে বলুন, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে যে মানুষ মরণোন্মুখ, তার অবশ্য কর্তব্য কি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মানুষের অবশ্য কর্তব্য

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই শ্লোকে বিজ্ঞ মহর্ষিদের কাছে মহারাজ দুটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন।
    1. প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সর্ব অবস্থায় প্রতিটি মানুষের কি কর্তব্য,
    2. দ্বিতীয় প্রশ্নটি, মরণোন্মুখ মানুষের অবশ্য কর্তব্য কি ?
- এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে মরণোন্মুখ মানুষটি সম্বন্ধে প্রশ্নটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রতিটি মানুষই মরণশীল-হয় এখনই, নয় একশ বছর পরে । মানুষের আয়ু কতদিন সেই প্রশ্নটি নিরর্থক, কিন্তু মরণাপন্ন মানুষের কি কর্তব্য, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- মহারাজ পরীক্ষিৎ এই প্রশ্ন দুটিই শুকদেব গোস্বমীর আগমনের ঠিক পরে করেছিলেন, এবং বিশেষ করে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে শুরু করে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত, এই প্রশ্ন দুটিরই আলোচনা করা হয়েছে।

২৫-২৮ - সভায় শুকদেব গোস্বামীর আগমন

১.১৯.২৫ – শুকদেব গোস্বামীর আগমন ও বাহ্যিক বেশ

তখন ব্যাসদেবের শক্তিমান পুত্র যদৃচ্ছক্রমে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন । তিনি ছিলেন বহির্বিষয়ে উদাসীন, কোন আশ্রম বিশেষের চিহ্নবিহীন, আত্মারাম এবং অবধূত বেশধারী। তাঁকে পাগল ভেবে নারী ও বালকেরা বেষ্টন করেছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- 'ভগবান' শব্দটি কখনো কখনো শুকদেব গোস্বামীর মতো ভগবানের মহান্ ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় । এই প্রকার মুক্ত পুরুষেরা জাগতিক বিষয়ে উদাসীন। কেননা তাঁরা ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আত্মতৃপ্ত।
- ঔপচারিক বিধি তাঁদেরই জন্য আবশ্যক, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ লাভ করতে চান, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতার কৃপায় সেই স্তরে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।
- পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে সমবেত মহর্ষিরা তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি।
- চিকিৎসকদের মধ্যে যেমন কখনো কখনো মতভেদ হয়, তেমনই ঋষিদের মধ্যেও নিরাময়ের বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে মতভেদ হয়।

সারার্থ দর্শীনী –

- **'তত্র'** – সকল মুনিগণের মধ্যে যাগ, যোগ, তপস্যা, দানাদির ব্যবস্থাবিষয়ে একমতের অভাব হলে তখনই সেখানে শুকদেব গোস্বামীর আগমন হল।

১.১৯.২৬ – শুকদেব গোস্বামীর দেহসৌষ্ঠব

ব্যাসদেবের সেই পুত্রের বয়স ছিল ষোল বছর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ণ বিস্তৃত, তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল ঠিক এক মাপের । তাঁর মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মতো সুন্দর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের বর্ণনা চরণ থেকে শুরু করা হয়, এবং সেই চিরাচরিত সম্মানজনক প্রথা শুকদেব গোস্বামীর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়েছিল।
- মানুষকে সম্মান করা হয় তাঁর বয়সের জন্য নয়, তাঁর কর্মের জন্য । বয়সে প্রবীণ না হলেও কেউ তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হতে পারেন।

১.১৯.২৭- ঐ

তাঁর কণ্ঠের অধঃভাগের অস্থিত মাংসের দ্বারা আবৃত, বক্ষস্থল বিশাল সমুন্নত, নাভিমণ্ডল গভীর আবর্তের মতো, উদর ত্রিবলী রেখায় অঙ্কিত। তাঁর বাহুযুগল

দীর্ঘ এবং কুঞ্চিত কেশদাম তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর ইতস্তত বিকীর্ণ। দিকসমূহই তাঁর বস্ত্র এবং তাঁর অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মতো অতি রমণীয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাঁর দেহসৌষ্ঠব থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, তিনি সাধারণ মানুষদের থেকে ভিন্ন।
- সাধারণ লক্ষণ, এবং সামুদ্রিক (Physiognomical) গণনা অনুসারে সেগুলি মহাপুরুষদের লক্ষণ। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো, যিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতা এবং জীবেদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১.১৯.২৮ – সমবেত মহর্ষিগণ কর্তৃক শুকদেবকে সম্মান প্রদর্শন

তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ এবং নবযৌবনজনিত অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং মধুর হাসি রমণীদের কাছে রমণীয় ছিল। যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মহিমা লুকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত মহর্ষিরা ছিলেন দেহের লক্ষণ বিচারে পটু, এবং তাই তাঁকে এক মহাপুরুষরূপে চিনতে পেরে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

২৯-৩১ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জ্ঞাপন

১.১৯.২৯ – পরীক্ষিৎ কর্তৃক শুকদেবকে শ্রদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে স্বাগত জানানো

মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার ফলে, বিষ্ণুরাত নামে পরিচিত, অবনতমস্তকে তাঁর মুখ্য অতিথি শুকদেব গোস্বামীকে স্বাগত জানালেন। তখন শুকদেবের অনুগামী নির্বোধ বালক-বালিকারা দূরে পলায়ন করল। শুকদেব গোস্বামী সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সেই সভায় যখন শুকদেব গোস্বামী এসে উপস্থিত হলেন, তখন শ্রীল ব্যাসদেব, নারদ মুনি এবং অন্য কয়েকজন ব্যতীত সকলেই তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।
- শুকদেব গোস্বামীও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কাউকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কারও করমর্দন করেছিলেন, কারও প্রতি ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতা ও নারদ মুনিকে প্রণাম করেছিলেন। তখন তাঁকে সেই সভায় মুখ্য আসন প্রদান করা হয়েছিল।

১.১৯.৩০ – শুকদেবকে কেন্দ্র করে সভার অপূর্ব শোভা

সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত হয়ে মহা বীর্যবান শুকদেব তখন গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো অতি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মর্ষি ছিলেন না, রাজর্ষি অথবা দেবর্ষি ছিলেন না, অথবা তিনি নারদ, ব্যাস বা পরশুরামের মতো ভগবানের অবতারও ছিলেন না, তথাপি তিনি সেখানে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, এই জগতে ভগবানে ভক্ত ভগবানের থেকেও অধিক সম্মান প্রাপ্ত হন। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তের মহিমা কখনও কম করে দেখা উচিত নয়।

১.১৯.৩১ – শুকদেবকে প্রনিপাতের পর পরীক্ষিতের বিনম্র পরিপ্রশ্ন

তখন মুনিবর শুকদেব গোস্বামী প্রশান্ত চিত্তে উপবেশন করলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তিনি নিঃসংকোচে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁর কাছে এসে তাঁকে অবনতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং হাত জোড় করে সমুধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীশুকদেবের কাছে প্রশ্ন করার যে মুদ্রা পরীক্ষিৎ মহারাজ এখানে অবলম্বন করেছেন, তা যথাযথভাবে শাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হয়।
- গুরু এবং শিষ্য উভয়েই, যথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৩২-৪০ – কৃতজ্ঞ পরীক্ষিৎ মহারাজের শুকদেব গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা

১.১৯.৩২ – পরীক্ষিৎ কর্তৃক শুকদেব গোস্বামীর মহিমা বর্ণনা

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ বললেন- হে ব্রাহ্মণ! আপনি কৃপা করে আমার অতিথিরূপে উপস্থিত হয়ে আমাদের তীর্থের মতো পবিত্র করেছেন। আপনার কৃপায় আমরা অযোগ্য ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ভক্তদের সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করেছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যে সমস্ত ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের দুটি বস্তু বিশেষভাবে বর্জন করতে হয় – বিষয়ীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গ। তাই শুকদেব গোস্বামীর মতো ভক্তরা কখনও রাজা দর্শন করতে চান না। মহারাজ পরীক্ষিতের কথা অবশ্য আলাদা ছিল। রাজা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক মহান ভক্ত এবং তাই শুকদেব গোস্বামী তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

১.১৯.৩৩ – শুদ্ধভক্তদের আগমনে গৃহস্থের পরম মঙ্গল

কেবলমাত্র আপনাকে স্মরণ করার ফলে আমাদের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, অতএব আপনাকে দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রক্ষালন এবং গৃহে আসনাদি দান করার ফলে যে কি লাভ হয়, তা কে বর্ণনা করতে পারে!

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বলা হয় যে, পাপীরা তীর্থস্থানে গিয়ে তাদের পাপ ছেড়ে আসে। কিন্তু মহাত্মাদের উপস্থিতির ফলে সেই সঞ্চিত পাপ শোধন হয়ে যায়। এইভাবে এখানে উপস্থিত ভক্ত এবং মহাত্মাদের কৃপায় তীর্থস্থানগুলি সর্বদাই পবিত্র থাকে।
- তাই পুণ্যবান মহাত্মাদের গৃহস্থদের গৃহে যাওয়ার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, কিন্তু তাঁরা তাদের গৃহে যান কেবলমাত্র তাদের গৃহ পবিত্র করার জন্য, এবং তাই যখন এই প্রকার মহাত্মা এবং ঋষিরা তাঁদের গৃহে আসেন, তখন গৃহস্থদের গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত।
- তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও গৃহস্থ যদি মহাত্মাকে দর্শন করে প্রীতি নিবেদন না করে, তা হলে তাকে সেই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সারাদিন উপবাস থাকতে হয়।

১.১৯.৩৪ – শুদ্ধভক্তদের দর্শন প্রভাব

হে মহাযোগী! বিষ্ণুর সান্নিধ্য মাত্রই যেমন অসুরেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার দর্শন মাত্রই জীবের মহা পাতকসমূহ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দুই প্রকার মানুষ রয়েছে, যথা – নাস্তিক এবং ভগবদ্ভক্ত। ভগবদ্ভক্তেরা যেহেতু দিব্য গুণাবলী প্রকাশ করেন, তাই তাঁদের বলা হয় সুর, আর যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তাদের বলা হয় অসুর।
- কথিত আছে যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারিত হলেই ভূতেরা আর সেখানে থাকতে পারে না। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের পরিকর, এবং তাঁদের উপস্থিতির ফলেই তৎক্ষণাৎ ভূতসদৃশ সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

১.১৯.৩৫ – ভগবান তাঁর ভক্তের পরিবারকে রক্ষা করেন

পাণ্ডবদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভাইদের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমাকে তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের বিশুদ্ধ এবং অনন্য ভক্ত বিষয়াসক্ত মানুষদের থেকেও অধিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সেবা করেন।
- ভগবদ্ভক্তদের আত্মীয়-স্বজনদের ভগবান বিশেষভাবে রক্ষা করেন, যদিও সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা ভগবদ্ভক্ত নাও হতে পারে।
- কেবলমাত্র প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হওয়ার ফলে হিরণ্যকশিপু মুক্তি লাভ করেছিল।
- ভগবান ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাদের পরিবারের সদস্যদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, এমন কি ভগবদ্ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে চলেও যান, তবুও তাঁকে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

১.১৯.৩৬ – ভগবানের কৃপায়ই শুদ্ধভক্তের দর্শন লাভ সম্ভব

তা না হলে কি আমাদের মতো পাপিষ্ঠ মানুষ কখনও এই আসন্ন মৃত্যুকালে আপনার দর্শন লাভ করতে পারত? কেননা আপনার মতো মহাপুরুষেরা আপনাদের পরিচয় গোপন রেখে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করেন।

১.১৯.৩৭ – শুকদেব গোস্বামীর নিকট পরীক্ষিতের প্রশ্ন - মরণাপন্ন মানুষের কর্তব্য কি ?

আপনি পরম যোগী এবং ভক্তদেরও গুরু। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি সকলের, এবং বিশেষ করে যে-মানুষের মৃত্যু আসন্ন, তার সিদ্ধিলাভের পন্থা প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাকুল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার অবশ্যকতা থাকে না। গুরু কোনও গৃহস্থের অলঙ্কার নন।
- মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ শিষ্য, কেননা তিনি সকলের জন্য, বিশেষ করে মরণাপন্ন মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে।

১.১৯.৩৮ – মানুষের কি করা উচিত এবং কি অনুচিত

দয়া করে আমাকে বলুন মানুষের কি শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত, স্মরণ করা উচিত এবং ভজন করা উচিত, আর তার যা করা উচিত নয়, তাও আমাকে কৃপা করে বলুন।

১.১৯.৩৯ – সাধুও গৃহস্থের আদান প্রদান

হে মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। শোনা যায় যে, যে সময়ের মধ্যে একটি গাভী দোহন করা যায়, আপনি ততক্ষণও কোনও গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আধসের খাঁটি দুধ একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের দেহ ধারণের সমস্ত উপাদনগুলি সরবরাহ করে, এবং ঋষিরা তাঁদের জীবন ধারণের জন্য কেবল দুধ গ্রহণ করেন।
- গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে শিশুদের মতো সাধু-সন্তদের ভরণপোষণ করা।
- গৃহস্থদেরও যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া উচিত যাতে তাঁরা অতিথিরূপে আগত মহাত্মাদের কাছ থেকে পারমার্থিক উপদেশ গ্রহণ করেন। বাজারে যা পাওয়া যায় সেই রকম কোন বস্তু মূর্খের মতো সাধুর কাছে প্রার্থনা না করাই গৃহস্থদের উচিত। এইভাবে সাধু এবং গৃহস্থদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান হওয়া উচিত।

১.১৯.৪০ – শুকদেব গোস্বামীর উত্তর প্রদান

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, রাজা পরীক্ষিৎ মধুর সম্ভাষণে এইভাবে প্রশ্ন করার পর, সেই ধর্মজ্ঞ মহাপুরুষ, ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে শুরু করলেন।